যায়যায়দিন

তারিখঃ ১৪-০৫-২০২৩ (পৃঃ ১৩)

উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় বোরো চাষে রেকর্ড ফলন

■ কামরুল ইসলাম

বরগুনা সদর উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নের চরগাছিয়া গ্রামের একটি মাঠে ২০০ বিঘা জমি প্রথমবারের মতো বোরো চাষের আওতায় এসেছে, আগের বছরগুলোতে এই সময়ে পতিত থাকত। এ বছর মাঠজুড়ে চাষ করা হয়েছে ব্রি ধান ৬৭, ৭৪, ৮৯, ৯২, ৯৯ ও বঙ্গবন্ধু ধান ১০০। নমুনা শস্য কর্তনে রেকর্ড ফলন পাওয়া গেছে। প্রতি বিঘাতে ব্রি ধান৮৯ হয়েছে ৩৭ মণ, বি৬৭ হয়েছে ২৮ মণ, ব্রি৭৪ পাওয়া গেছে ২৮ মণ, ব্রি৯৯ হয়েছে ২৮ মণ ও ব্রি৯২ হয়েছে ৩৩ মণ।

বুধবার নমুনা শস্য কর্তনে এই রেকর্ড ফলন পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে এবং উপকূলীয় শস্য নিবিড়িকরণ কর্মসূচির আওতায় এই ২০০ বিঘা (২৭ হেক্টর) জমিতে ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান৭৪, ব্রি ধান৮৯, ব্রি ধান৯২, ব্রি ধান৯৭ ও ব্রি ধান৯৯ জাতের ধান চাষ করা হয়েছে। ৩০০ জন কৃষককে বীজ, সেচ, সারসহ সব উপকরণ বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে। খাল থেকে পানি এনে সেচ সুবিধা দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেয়া হয়েছে।

নমুনা কর্তন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান মো. মনিরুজ্জামান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বরিশালের অতিরিক্ত পরিচালক শওকত ওসমান, ব্রি বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের কাজী শিরিন আখতার জাহান, বরগুনার উপপরিচালক সৈয়দ জোবায়দুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় ব্রির মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর বলেন, ধানের অবিশ্বাস্য ফলন হয়েছে। দেশের আর কোথাও বিঘাতে ৩৬ মণ ফলন হয়নি। অথচ উপকূলীয় এলাকার এরকম জমি পতিত থাকে- যা আমাদের জন্য বিরাট ক্ষতির। তিনি বলেন, এবছর সম্ভাবনাময় ৫-৬টা জাত চাষ করেছি। যেগুলোর ফলন তুলনামূলক বেশি পাওয়া যাবে, আগামী বছর সেটির চাষ করা হবে। এতো ফলন পাওয়ায় কৃষকরা খুবই খুশী। তারা জানান, সামনের দিনগুলোতে ধান চাষ চালু রাখবেন। পানির সমস্যার কথা তুলে তারা আরও জানান, পানি পেলে এক ইঞ্চি জমিও পতিত রাখবেন না।

উল্লেখ্য, দেশের প্রায় ২৫ শতাংশ এলাকা হচ্ছে উপকূলীয় এলাকা। বরিশাল অঞ্চলে বিশেষত বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলায় শুকনো মৌসুমে অনেক জমি পতিত থাকে। লবণাক্ততার কারণে বেশির ভাগ এলাকায় সারা বছরে একটি ফসল হয়। আমন ধান তোলার পর বছরের বাকি সময়টা মাঠের পর মাঠ জমি অলস পড়ে থাকে। এছাড়া লবণ পানির ভয়াবহতার কারণে প্রতি বছর শুষ্ক মৌসুমে উপকূলীয় এলাকায় ৫ লাখেরও বেশি হেক্টর জমি অনাবাদি থেকে যায়।

এর একটি কারণ হচ্ছে সেচ সুবিধার অভাব। যদিও এই অঞ্চলে বড় বড় নদী যেমন তেঁতুলিয়া, বলেশ্বর, বিষখালী, পায়রা, কীর্তনখোলাসহ বিভিন্ন নদীতে মিষ্টি পানির অনেক প্রাপ্যতা রয়েছে। সেজন্য, সেচ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে উপকূলীয় শস্য নিবিড়িকরণ নামে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচি'র মাধ্যমে বোরো ২০২২-২৩ মৌসুমে বরিশাল অঞ্চলে প্রায় ৩৫০০ বিঘা (৪৭০ হেক্টর) জমিতে ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল যেমন ব্রি ধান৭৪, ব্রি ধান৮৯ ও ব্রি ধান৯২ এবং লবণসহনশীল জাত যেমন ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান৯৭ ও ব্রি ধান৯৯ জাতের ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে এই বছর বরগুনা সদর উপজেলায় ৩ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে- যা গত বছরের তুলনায় ৫০০ হেক্টর বেশি।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ১৪-০৫-২০২৩ (পৃঃ ০৪)

যন্ত্রনির্ভর কৃষি

প্রকৃতি ও পরিবেশ অনুকূল থাকায় এবার সারাদেশে রোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাবে হাওড় অঞ্চলের শতভাগ ধান কাটা সম্পন্ন হয়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ৬০ ভাগ ধান কাটা শেষ হয়েছে। কোথাও কোথাও কিছু ধান পরিপক্ব হয়নি এখনো। এমন এক পরিস্থিতিতে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় মোখার আঘাত হানার সমূহ শঙ্কা দেখা দিয়েছে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির কথা মাথায় রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় করণীয় কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে। কৃষকের জন্য করণীয় বিষয়ক এক নির্দেশনায় বলা হয়েছে ৮০ শতাংশ পাকা ধান, পরিপক্ব আমসহ সংগ্রহ উপযোগী অন্যান্য ফসল ও ফল অতি দ্রুত সংগ্রহ করার জন্য। এর জন্য ব্যাপক প্রচার চালানোর জন্যও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে কৃষির যান্ত্রিকীকরণের বিষয়টির গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। উল্লেখ করা আবশ্যক, গত কয়েক বছরে কৃষিতে যন্ত্রনির্ভরতার পরিমাণ বেড়েছে বহুলাংশে। যা কৃষি শ্রমিকের ঘাটতি মেটানোর পাশাপাশি সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী করে তুলেছে কৃষককে। এতে তার উৎপাদন খরচ কমেছে, লাভ থাকছে বেশি।

স্বীকার করতে হবে যে, কৃষি অদ্যাবধি বাংলাদেশের জীবনজীবিকা ও অর্থনীতির প্রাণশক্তি। বর্তমানে কৃষিকাজে উৎসাহী তথা কৃষি শ্রমিক পাওয়া রীতিমতো দুর্লভ হয়ে উঠেছে। চলতি মৌসুমেও বোরোর বাম্পার ফলন হওয়ায় ধান কাটার জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিক পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলেও একজন শ্রমিকের মজুরি ৮০০ থেকে এক হাজার টাকা। অন্যদিকে বর্তমানে বাজারে এক মণ ধানের দাম ৫০০-৬০০ টাকা। ইতোমধ্যে ধানের উৎপাদন খরচও বেড়েছে। সে অবস্থায় কৃষকের মাথায় হাত। অথচ প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থায় যান্ত্রিকীকরণ সম্পন্ন হলে ধান বীজ, চারা রোপণসহ সার ও কীটনাশক ছিটানো, নিড়ানি, সর্বোপরি ধান কাটা, মাড়াইসহ শুকানো এমনকি সরাসরি সাইলোতে পাঠানো- সবই করা খুব সহজে সম্ভব আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে। কৃষিতে প্রতিবছর প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ থাকে। এর মধ্যে ৬ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়ে থাকে বিবিধ প্রণোদনা খাতে। বাকি টাকা ব্যয় করা হয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণের কাজে। কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার, প্লান্টার, রিপারসহ ১২ রকম যন্ত্রের মাধ্যমে ধান রোপণ থেকে শুরু করে ধান কাটা, মাড়াই, বাছাই, বস্তা বোঝাই- সবই করা সম্ভব। ফলে, কৃষকের ৫০ শতাংশ খরচের সাশ্রয় হয়। যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় হাওড় ও উপকূলীয় অঞ্চলে ৭০ শতাংশ এবং সমতলে ৫০ শতাংশ ভর্তুকি মূল্যে এসব যন্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে কৃষককে।

কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার, প্লান্টার, রিপারসহ ১২ রকম যন্ত্রের মাধ্যমে ধান রোপণ থেকে শুরু করে ধান কাটা, মাড়াই, বাছাই, বস্তা বোঝাই- সবই করা সম্ভব

ডিজিটাল কৃষি ব্যবস্থা প্রায় বিপ্লব নিয়ে এসেছে। আবহমানকাল ধরে প্রচলিত গবাদিপশুচালিত লাঙল- জোয়ালের দিন শেষ হয়েছে আগেই। হাইব্রিড বীজ, জিএম বীজসহ আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে ফসল, শাকসবজি, মৎস্য, পোল্ট্রি, ফলফলাদির উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণ। বগুড়ার সান্তাহারে নির্মিত হয়েছে দেশের প্রথম সৌরশক্তিচালিত অত্যাধুনিক বহুতল বিশিষ্ট খাদ্যগুদাম। প্রতিবছর উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য আধুনিক খাদ্যগুদামের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সরকার সম্প্রতি দেশের সব খাদ্যগুদামকে অনলাইনের আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছে, যা প্রশংসনীয়। অত্যাধুনিক খাদ্যগুদাম নির্মাণের পাশাপাশি প্রয়োজন মানসম্মত খাদ্য সংরক্ষণ, বিপণন ও ব্যবস্থাপনা। তাহলেই বহুমুখী খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি নিশ্চিত হবে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা।